<u>পান চাষের বিস্তারিত বিবরণী</u>

কলা এর জাতের তথ্য

জাতের নাম : বারি পান-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

রবিতে পাতা : ওজন =৪.৪৮ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৫ইঞ্চি,প্রস্থ=৪.২ইঞ্চি। বোঁটা:ওজন=০.৪৩ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=২.২ইঞ্চি। খরিফে পাতা : ওজন=৫.৫৮ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৫.৮ইঞ্চি, প্রস্থ=৫ইঞ্চি । বোঁটা : ওজন=০.৬৪ গ্রাম,দৈর্ঘ্য=২.৪ইঞ্চি। পাতার আকার বড় , ডিমাকার, চওড়া ও অপেক্ষাকৃত কম পুরু এবং আগা চোখা।পাতার রং সবুজ। বোঁটা খাটো। পাতার ভিতরের পীঠ মসৃণ, শিরা সবুজ। পাতা তুলনামূলক নরম। সাধারণভাবে ১০ দিন সংরক্ষণরে পর পাতার আর্দ্রতা কমার পরিমাণ শতকরা ২৮.৫৫ ভাগ এবং এ সময় জীবাণুর আক্রমণে পচাঁ পানের পরিমাণ শতকরা ৫৫.১২ ভাগ। স্বাদ তুলনায় কম ঝাঝালো।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭০ - ৭২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে- সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ- আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮মাসের পাতা খরিপে সপ্তাহে ২ বার এবং খরা/ রবিতে সপ্তাহে ১ বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : বারি পান-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

রবিতে পাতা : ওজন=৩.২৫ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৫ইঞ্চি, প্রস্থ=৪ইঞ্চি।বোঁটা : ওজন=০.৫৫ গ্রাম,দৈর্ঘ্য=২.৪ইঞ্চি।

খরিফে পাতা : ওজন=৪.৪৫ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৬.২ইঞ্চি,,প্রস্থ=৫ইঞ্চি।বোঁটা : ওজন=০.৭০ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=২.৫ইঞ্চি।

পাতার আকার বড় , ডিম্বাকার, চওড়া ও অপেক্ষাকৃত বেশি পুরু । আগা বেশ চওড়া এবং ক্রমে সুঁচালো । পাতার রং গাঢ় সবুজ । বোঁটা লম্বা। পাতার ভিতরের পীঠ মসৃণ, শিরা সবুজ । পাতা তুলনামূলক নরম । সাধারণ ভাবে ১০ দিন সংরক্ষণের পর পাতার আর্দ্রতা কমার পরিমাণ শতকরা ২৮.৩১ ভাগ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫০ - ৫২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৪ টন। ৪০ লাখ পাতা/বছরে।

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০লতা।হেক্টরে ৮০,০০০-১০০,০০০লতা।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে - সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ-আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২বার এবং খরা/ রবিতে সপ্তাহে ১বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : বারি পান-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতার আকার মাঝারি ও বেশি পুরু, কিছুটা গোলাকার, বারি পান -২ এর তুলনায় আগা বেশ চোখা, পাতার রং কালচে সবুজ। বোঁটা বেশ খাটো। পাতার ভিতরের পীঠ মসৃণ, শিরা গোলাপী। পাতা তুলনামূলক শক্ত। সাধারণভাবে ১০ দিন সংরক্ষণের পর পাতার আর্দ্রতা কমার পরিমাণ শতকরা ৩৩.০৯ ভাগ এবং এ সময়ে জীবাণুর আক্রমণে পঁচা পানের পরিমাণ শতকরা ৫২.২১ ভাগ। স্বাদ ঝাঁঝালো ও সুগন্ধযুক্ত।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৪১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০.২৫ টন। ৩২ লাখ পাতা/বছরে।

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা। হেক্টরে ৮০,০০০-১০০,০০০ লতা।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে - সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ-আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২বার এবং খরা/ রবিতে সপ্তাহে ১বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : চালতা গোটা

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা: ওজন=৪.৭৮ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৬.৩ ইঞ্চি, প্রস্থ=৫ ইঞ্চি। বোঁটা: ওজন=১.২০ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৩.৩ইঞ্চি। জলাবদ্ধতা ও রোগবালাই সহনশীল, পাতা নরম ও কম ঝাঁঝালো, প্রতি মাসে ৩-৫ টি পাতা হয়। প্রতি মিটার লতায় ১৩-১৪ টি পাতা হয়। বরিশালে ব্যাপক চাষ হয়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৫ - ৩০ কেজি

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে - সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ-আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২ বার এবং খরা/রবিতে সপ্তাহে ১ বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : চেরফুলী

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

রবিতে পাতা: ওজন =৫.৫০ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৪.২ ইঞ্চি, প্রস্থ=৪ ইঞ্চি। বোঁটা:ওজন=১.১০ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৪ ইঞ্চি।

খরিফে পাতা: ওজন=৪.৪৫ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৬.৩ ইঞ্চি, প্রস্থ=৫.৩ ইঞ্চি।

পাতা নরম ও কম ঝাঁঝালো, প্রতি মাসে ৩-৫ টি পাতা হয়। বরিশাল অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে- সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ- আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২বার এবং খরা/ রবিতে সপ্তাহে ১ বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : মিঠাপান

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

রবিতে পাতা: ওজন=৫.৫০ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৪.২ইঞ্চি, প্রস্থ=৪ইঞ্চি। বোঁটা:ওজন=১.১০ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৪ইঞ্চি।

খরিফে পাতা: ওজন=৪.৪৫ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৬.৩ইঞ্চি, প্রস্থ=৫.৩ইঞ্চি।

প্রধানত চট্রগ্রাম ও মহেশখালী অঞ্চলে চাষ করা হয়। খুবই স্বাদ বিধায় বাজারে খুব চাহিদা । পাতা নরম ও কম ঝাঁঝালো, প্রতি মাসে ৩-৬ টি পাতা হয়। জাতটি খরা ও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। প্রতি মিটার লতায় ১৪-১৫ টি পাতা থাকে।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে- সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ- আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২বার এবং খরা/ রবিতে সপ্তাহে ১বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : সাঁচি পান

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা: ওজন=২.২১ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৫.৫ ইঞ্চি, প্রস্থ=৩.৫ ইঞ্চি। বোঁটা: ওজন=০.৫৪ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৩ ইঞ্চি। মহেশখালী অঞ্চলের জনপ্রিয় জাত। রাজশাহীতে ও চাষ হয়। বিশেষ স্বাদ ও সুগন্ধ বিদ্যমান থাকায় বিশেষ চাহিদা আছে। সংরক্ষণকাল বেশি।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে- সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ- আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২বার এবং খরা/রবিতে সপ্তাহে ১বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : গাছ পান

জনপ্রিয় নাম : গাছ পান

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

রবিতে পাতা: ওজন=১.৮৫ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৪.৪ ইঞ্চি, প্রস্থ=৪ ইঞ্চি। বোঁটা: ওজন=০.৩৬ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=২ ইঞ্চি।

খরিফে পাতা: ওজন=৩.৪৯ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৫.৭ ইঞ্চি, প্রস্থ=৪.৫ ইঞ্চি। বোঁটা: ওজন=০.৫৫ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=২.৫ ইঞ্চি।

উখিয়া, টেকনাফ ও সিলেটের সমতল ভূমিতে এবং পাহাড়ের ঢালে এ পানের চাষ হয়। বিভিন্ন গাছে উঠিয়ে দিলেও ভাল ফলন পাওয়ায় এ নামকরণ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে- সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ- আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২বার এবং খরা/রবিতে সপ্তাহে ১বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : বাংলা পান

জনপ্রিয় নাম : পান

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা:ওজন=৪.৩৯ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৬ইঞ্চি, প্রস্থ=৫.৬ইঞ্চি।বোঁটা:ওজন=১.৭৮-১.৮৬ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=২.৪ইঞ্চি।রাজশাহী অঞ্চলে শতকরা ৯০ ভাগ জমিতে এ পান চাষ হয়। সবচেয়ে বেশি এ পান চাষ হয়। পাতার ফলক বড়, পাতলা, গোলাকার ও পাতাগ্র ছোট। পাতার বোঁটা বেশ লম্বা, এর শাখা হয় না। ফলন সব থেকে বেশি। স্বাদও ভালো।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা। হেক্টরে= ৮০,০০০-১,০০,০০০ লতা।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে- সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ- আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২বার এবং খরা/রবিতে সপ্তাহে ১বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : মিষ্টি পান

জনপ্রিয় নাম : পান

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা:ওজন=৩.৬১ গ্রাম। ঝিনাইদহ ও যশোরের বিভিন্ন এলাকায় চাষ হয়। উচ্চ ফলনশীল ও বোঁটা মাঝারি লম্বা। এ পানে ঝাঁঝ একেবারেই নাই। মাসে প্রতি গাছের গড় উৎপাদন ৩ টি পাতা।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা। হেক্টরে =৮০,০০০-১০০০০০ লতা।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে- সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ- আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২বার এবং খরা/রবিতে সপ্তাহে ১ বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : ভোলা পান

জনপ্রিয় নাম : পান

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

রবিতে পাতা: ওজন=৩.২৬ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৪.৬ ইঞ্চি, প্রস্থ=৪ ইঞ্চি। বোঁটা: ওজন=০.৫৫ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=২ ইঞ্চি। খরিফে পাতা: ওজন=৩.২৬ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৬.২ ইঞ্চি, প্রস্থ=৪.৭ ইঞ্চি। বোঁটা: ওজন=০.৬১ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=২.৬ ইঞ্চি। ভোলায় চাষ হয়। খুব ঝাঁঝালো। মাসে প্রতি গাছে গড় উৎপাদন ৩-৫ টি পাতা। বোঁটা ও লতা গোলাপি রঙের আড়াআড়ি দাগযুক্ত সবুজ রঙের।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৫ - ৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা। হেক্টরে = ৮০,০০০-১০০০০০ লতা।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে- সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ- আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২বার এবং খরা/রবিতে সপ্তাহে ১বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : ঝাল পান

জনপ্রিয় নাম : পান

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা: ওজন=৩.৩১-৪.৯০ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৫-৬ ইঞ্চি, প্রস্থ=৩-৫ ইঞ্চি। বোঁটা: ওজন=০.৪৮-০.৭৫ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=২-৩ ইঞ্চি।

চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল (যশোর) ও বাগেরহাট অঞ্চলে চাষ হয়। নরম ও মধ্যম ঝাঁঝালো। প্রতি মিটার লতায় গড় উৎপাদন ১৫-১৬টি পাতা। বোঁটা সবুজ রঙের কিন্তু লতা আড়াআড়ি গোলাপি দাগযুক্ত সবুজ রঙের।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা। হেক্টরে = ৮০,০০০-১০০,০০০ লতা।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে- সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ- আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২ বার এবং খরা/রবিতে সপ্তাহে ১ বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : ভাওলা

জনপ্রিয় নাম : পান

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা:ওজন=৩.৩৬ গ্রাম, বোঁটা ছোট।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে চাষ হয়। পাতা সবুজ বর্ণের, মাঝারি আকারের, পুরু, ডিম্বাকৃতি, পাতার শীর্ষ সূঁচালো এবং বোঁটা ছোট। প্রতি মাসে গাছপ্রতি গড় উৎপাদন ২ টি পাতা।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা। হেক্টরে = ৮০,০০০-১০০,০০০ লতা।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে- সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ- আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২বার এবং খরা/রবিতে সপ্তাহে ১বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : রংপুরী পান

জনপ্রিয় নাম : পান

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা: ওজন=২.৭৯ গ্রাম, বোঁটা মাঝারি লম্বা।

রংপুর অঞ্চলে চাষ হয়। পাতা মাঝারি আকার। প্রতি মাসে গাছ প্রতি গড় উৎপাদন ২ টি পাতা।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৫কেজি।

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা। হেক্টরে = ৮০,০০০-১০০,০০০ লতা।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে- সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ- আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২বার এবং খরা/রবিতে সপ্তাহে ১বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : জাইলো

জনপ্রিয় নাম : পান

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সকল মৌসুমে পাতা: ওজন=৩.০৭-৪.০২ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৫-৬ ইঞ্চি, প্রস্থ=৪-৫ ইঞ্চি। বোঁটা: দৈর্ঘ্য=১.৫-২.৫ ইঞ্চি, প্রস্থ=০.২২ ইঞ্চি, ওজন= ০.৪৫ গ্রাম।

বাগেরহাট অঞ্চলে চাষ হয়। পাতা নরম ও অত্যন্ত ঝাঁঝালো। মাঝারি আকারের। প্রতি মিটার লতায় গড় উৎপাদন ১৪-১৫টি পাতা। বোঁটা গোলাপি বর্ণের। লতার রং আড়াআড়ি হালকা গোলাপী দাগযুক্ত সবুজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৫ কেজি।

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা। হেক্টরে ৮০,০০০-১০০,০০০ লতা।

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে- সেপ্টেম্বর (জৈষ্ঠ- আশ্বিন)।

ফসল তোলার সময় :

রোপনের ৬-৮ মাস পর থেকে পাতা পূর্ণতা পায়। ৬-৮ মাসের পাতা খরিফে সপ্তাহে ২বার এবং খরা/রবিতে সপ্তাহে ১বার।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

জাতের নাম : খাসিয়া পান

জনপ্রিয় নাম : খাসিয়া

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা: ওজন=৪.০৬ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=৬.৩ ইঞ্চি, প্রস্থ=৪.৬ ইঞ্চি। বোঁটা:ওজন=০.৩৩ গ্রাম, দৈর্ঘ্য=১.৩ ইঞ্চি।

সিলেটে-মৌলভীবাজার অঞ্চলে চাষ হয়। সুপারি গাছের নিচে এ পান গাছ রোপণ করা হয়। পাতা কড়া ঝাঁঝালো। প্রতি মিটার লতায় গড় উৎপাদন ৭-৮ টি পাতা। বোঁটা ও লতার রং সবুজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৪০০ লতা। হেক্টরে ৮০,০০০-১০০,০০০ লতা।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

জুন থেকে আগস্ট (জৈষ্ঠ-ভাদ্র)।

ফসল তোলার সময় :

লতা লাগানোর ২য় বছর থেকে বছরে ৫ বার পান পাতা সংগ্রহকাল।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

পান এর পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান :

পান পাতায় রয়েছে গ্যাস্ট্রো প্রটেকটিভ, অ্যান্টি-ফ্লুটুলেন্ট এবং কার্মিনেটিভ এজেন্ট যার কারণে পান চাবানোর সময় মুখে স্যালাইভা তৈরি করে। যা খাবার হজম করতে সাহায্য করে। প্রতি ১০০ গ্রাম পানে নিকোটিন এসিড রয়েছে ০.৬৩-০.৮৯ গ্রাম, ভিটামিন এ ১.৯-২.৯ এমজি, থায়ামিন ১০-৭০ মাইক্রোগ্রাম, রিবোফ্লোভিন ১.৯-৩০ মাইক্রোগ্রাম, আয়োডিন ৩.৪ মাইক্রোগ্রাম এবং শক্তি রয়েছে ৪৪ কিলোক্যালরি ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি কথা,কৃষি তথ্য সার্ভিস, ৫ম সংখ্যা,আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

পান এর বীজ ও বীজতলার তথ্য

প্রযোজ্য নয়।

পান এর চাষপদ্ধতির তথ্য

বর্ণনা : বরজ তৈরিঃ পান বরজের উচ্চতা ৯৫-৯৮ ইঞ্চি রাখা উচিত। বরজের মাঝে ৭৮-১১৮ইঞ্চি পরপর বাশেঁর খুটি দিয়ে মজবুত করো তৈরি করুন। বাশেঁর কাঠি,পাট কাঠি, ধানের খড়, কলার বোঁটা ও পাতা বরজের জন্য ব্যবহার করা যায়। উত্তরের ঠান্ডা বাতাস যাতে না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখুন। বরজে ৫০-৭৫% ছায়ার সৃষ্টি করুন। বরজ তৈরির পর ৩-৪ বছর কোন খরচ হয় না।

চাষপদ্ধতি :

প্রতিটি বেডে দুটি সারি থাকবে। প্রতিটি সারিতে ৬-৮ ইঞ্চি পরপর একটি করে গর্ত করতে হবে।প্রতিটি গর্তে একটি করে কাটিং সারিবদ্ধভাবে লাগাতে হবে। রোপণের এক মাসের মধ্যে গিরা থেকে অঙ্কুর এবং আগায় নতুন কুশি বের হবে।এ সময় যখন লতা বড় হতে থাকবে তখন নতুন

লতা দু'মিটার লম্বা চিকন বাঁশের খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে।কাটিং লাগানোর পর যদি কিছু গাছ মারা যায় তাহলে তা সরিয়ে নতুন কাটিং দিয়ে শূণ্যস্থান পূরণ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

পান এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা :

উঁচু জমি যেখানে পানি দাঁড়ায় না এমন দো-আঁশ মাটি উত্তম।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহায়তা নিতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

মাটির পুষ্টি উপাদান :

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের পরিমাণ / শতক						
ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জৈব সার	জিপসাম	দস্তা	বোরণ
৫১৫ গ্রাম	৮৮০ গ্রাম	১৪৫ গ্রাম	২৪ কেজি	২০০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	—
ইউরিয়া	পাঁচ কিস্তিতে (চারা লাগানোর দুই মাস পর হতে এক মাস পর পর), প্রতিকিস্তিতে ১০৩ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে।					
জৈব সার	১২ কিস্তিতে (চারা লাগানোর দুই মাস পর হতে পনের দিন পর পর), প্রতিকিস্তিতে দুই কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।					
পুরাতন বরজের জন্য						
ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জৈব সার	জিপসাম	দস্তা	বোরণ
৭২০ গ্রাম	৬০০ গ্রাম	১৪৫ গ্রাম	১৬ কেজি	২০০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	—

ইউরিয়া	ছয় কিস্তিতে (ত্রিশ দিন পর পর), প্রতিকিস্তিতে ১০৩ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে।
জৈব সার	১২ কিস্তিতে (চারা লাগানোর দুই মাস পর হতে পনের দিন পর পর), প্রতিকিস্তিতে দুই কেজি হারে জুন-নভেম্বর (মধ্য জৈষ্ঠ্য হতে মধ্য কার্তিক) মাসে প্রয়োগ করতে হবে।
অন্যান্য সার	বর্ষার শুরুতে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট,(http://digitalkrishi.dae.gov.bd/) , ২/২/২০১৮।

পান এর সেচের তথ্য

সেচ ব্যবস্থাপনা :

দিনের প্রথমভাগে সেচ দিন। লতা নামানোর সময় স্বাভাবিকের তুলনায় ঘন ঘন এবং পূর্ণমাত্রায় ফলনশীল অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম সেচ দিন।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি জমিতে জমতে দিবেন না। এর পর জো এলে নিড়ানি দিয়ে মাটির ওপরের চটা ভেঙে দিন। রবি মৌসুমে প্রয়োজনে ৩-৪ দিন পরপর সেচ দিন। বর্ষাকালে সাধারণত সেচের প্রয়োজন পড়ে না। বরংআধা থেকে এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি বরজে আটকে থাকতে দিবেন না।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

পান এর আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : সারা বছর।

আগাছার ধরন : বিরুৎ জাতীয় একবর্ষজীবী আগাছ।

প্রতিকারের উপায় :

গভীর চাষ। বাছাই।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন। চারা অবস্থা থেকে কন্দ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ২ থেকে ৩ বার নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। নিড়ানি দেয়ার সময় গাছের শিকড়ের কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

আগাছার নাম : মুথা/ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী সেজ/বিরুৎ জাতীয় আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই। চারা অবস্থা থেকে কন্দ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ২ থেকে ৩ বার নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। নিড়ানি দেয়ার সময় গাছের শিকড়ের কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

পান এর আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য

বাংলা মাসের নাম : পৌষ

ইংরেজি মাসের নাম : ডিসেম্বর

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : শীতল তাপমাত্রা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

ছাউনি ঘন করে দেবার ব্যবস্থা নিন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ছাউনি ঘন করে দিন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা।

প্রস্তুতি : বরজের উচ্চতা ২ মিটার রাখুন। তাতে পরিচর্যার সুবিধা হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘন ছাউনি না হওয়া বাঞ্চনীয়। এ ছাড়া বর্ষাকালে ছাউনি পাতলা ও শীতকালে ছাউনি ঘন করে দিন।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

বাংলা মাসের নাম : শ্রাবণ

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ-২

দুর্যোগের নাম : খরিফে অতিবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা প্রস্ততি রাখুন। বর্ষাকালে ছাউনি পাতলা ছাউনি দিন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : নিষ্কাশন নালা প্রস্ততি রাখুন। বর্ষাকালে ছাউনি পাতলা ছাউনি দিন।

প্রস্তুতি : অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা রাখুন। জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করা ব্যবস্থা রাখুন।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

বাংলা মাসের নাম : বৈশাখ

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : ঝড়/শিলাবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

ঘের বেড়া মেরামত করে মজবুত করে নিন। নিষ্কাশন নালা প্রস্তত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন। ঘের বেড়া মেরামত করে করে নিন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা।

প্রস্তুতি : পান পাতা পরিপক্ক হলে তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

পান এর পোকার তথ্য

পোকার নাম : কালো পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : :

পোকা চেনার উপায় : পোকাগুলি ১-২ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। গায়ের রং কালচে তামাটে বা কালো আর পা-গুলো বেশ শক্ত, পূর্ণাঙ্গ পোকা পাতার উপর ডিম পাড়ে। পরে ডিম থেকে ছোট পোকা বেরিয়ে আসে আর ঝাঁক বেঁধে থাকে।

ক্ষতির ধরণ : গাছের কচি পাতা বা ডাঁটা থেকে রস চুষে খায়। ফলে পাতা কুঁকড়িয়ে যায়। পরে আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন; আগাম বীজ রোপন করুন; সুষম সার ব্যবহার করুন ; নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

হাত দিয়ে পিশে পোকা মেরে ফেলুন; আক্রান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ করুন; পরভোজী পোকা যেমন : লেডিবার্ডবিটল লালন করুন; ডিটারজেন্ট/ সাবানের গুড়া পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : পানের সাদা ও কালো মাছি

পোকার স্থানীয় নাম : :

পোকা চেনার উপায় : পোকাগুলি সাধারণ ভাবে ফলের মাছির মতো। গায়ের রং সাদা বা ছাই রঙা,শরীর নরম । স্ত্রী পোকারা পাতার নিচে গোল করে ডিম পাড়ে। কিছু দিনের মধ্যে ডিম থেকে ছোট কীড়া বের হয়। কীড়াগুলি কিছু দিনের মধ্যে এক জায়গায় পুত্তলি বাঁধে।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণাঙ্গ পোকাগুলি বা ছোট বাচ্চা পাতার রস চুষে খায়।পাতার নিচ দিকে পোকার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।কিচ পাতা ও ডগা থেকে রস শোষণ করে বাড়ন ব্যহত করে । পাতা ছোট ও বিকৃত হয়। পাতায় বাদামি রঙের দাগ পড়ে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

পোকাসহ আক্রান্ত পাতা তুলে পোকা মেরে ফেলুন । বরজ ও আশ পাশের জায়গা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : পানের লাল মাকড়

পোকা চেনার উপায় : প্রায় ১মিমি খুদে আকারের ও নরম শরীর। লাল রঙ।

ক্ষতির ধরণ : পাতার নিচের দিকে লাল মাকড় দেখা যায়। পাতা কুঁকড়ে যায়। পানের বাজার দর কমে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে সালফার জাতীয় বালাইনাশক (কুমুলাস ডিএফ বা রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি বা থিওভিট ৮০ ডব্লিউজি বা সালফোলাক ৮০ ডব্লিউজি, ম্যাকসালফার ৮০ ডব্লিউজি বা সালফেটক্স ৮০ ডব্লিউজি) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২৫০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

বরজ ও আশপাশের জায়গা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। * শস্য পর্যায় অনুসরন করুন।* জমি পরিস্কার/পরিচ্ছন্ন রাখুন।

অন্যান্য :

বালাইনাশক ছিটনোর আগে খবার উপযোগী পাতা তুলে ফেলুন। বালাইনাশক ছিটানোর ২-৩ সপ্তাহের মাঝে পান পাতা সংগ্রহ করবেন না।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : পান বরজের উঁইপোকা

পোকা চেনার উপায় : পিঁপড়ার মতো। গা নরম। রঙ সাদা। কখনো পাখা থাকে।

ক্ষতির ধরণ : উঁইপোকা পানের শিকড় কেটে ফেলে। এটি বরজ তৈরির উপকরণ নষ্ট করে। ফলে পানের বরজ খাড়া থাকাতে পারে না। এতে ফলন বিশেষভাবে কমে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড় , গোঁড়া

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) অথবা ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (রিজেন্ট ১০-১৫মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

মুড়ি পান চাষ করবেন না ।নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

উইপোকার ঢিবি সনাক্ত করে রাণীকে মেরে ফেলুন । আক্রান্ত জমিতে মাটির পাতিলে পাটখড়ি ভরে পুঁতে রাখলে উইপোকা পাতিলে জমা হলে তা সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : পানের জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : ছোট আকারের ও নরম কালো/সবুজ/বেগুনি। পেছনের দিকে পেটের দুই পাশে দুইটি চিকন নালিকা আছে। বয়স্কদের কখনো একজোড়া পাখা থাকে।

ক্ষতির ধরণ : গাছের কচি পাতা ও ডগার রস শুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে । এর আক্রমণ বেশি হলে শুটি মোল্ড ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে এবং গাছ মরে যায়। পিঁপড়ার উপস্থিতি জাব পোকার উপস্থিতিকে জানান দেয় ।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

হাত দিয়ে পিশে পোকা মেরে ফেলুন; আক্রান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ করুন;পরভোজী পোকা যেমন : লেডিবার্ডবিটল লালন করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : পানের থ্রিপস

পোকা চেনার উপায় : পোকাগুলির গায়ের রং হালকা হলুদ, খুব ছোট, নরম হয়। পাতার নীচের দিকে এক সাথে ছোট কীট ও পূর্ণাঙ্গ পোকাগুলি থাকে।

ক্ষতির ধরণ : পোকাগুলি পাতার বহিঃত্বক সরিয়ে কোষের মধ্য থেকে রস চুষে খায়, ফলে পাতা সাদাটে হয়ে যায়। গাছকে দুর্বল করে ফেলে। এদের আক্রমণের কারণে পাতায় বাদামি দাগ হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ বপন করুন ;বরজ ও আশে পাশের জমি পরিস্কার/পরিচ্ছন্ন রাখুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পান এর রোগের তথ্য

রোগের নাম : পানের কান্ড পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছের পাতা সহ কান্ড হলুদাভ বাদামী রং ধারণ করে। এর ফলে পাতা ঝরে পড়ে, কান্ড ভেঙ্গে বা শুকিয়ে যায়। বর্ষার শেষে বা লতা নামানোর পর এ ক্ষতি নজরে পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় ছত্রাকনাশক (কুপ্রাভিট ৪০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন অথবা খৈলের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পানের বরজে যেন রোদ সরাসরি না পড়ে সে জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করুন। বর্ষাকালে প্রতি মাসে এক বার ১% বোর্দো মিশ্রণ দিয়ে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : পানের পাতা পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পানের পাতার উপরের দিকের অংশে ছোট ছোট পানি ভেজা বাদামী পড়ে। আস্তে আস্তে দাগগুলো বড় হয় এবং একাধিক দাগ একত্রিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। দাগের চারদিকে হলুদ বলয় থাকে। অপেক্ষাকৃত গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এই রোগ লতার কান্ডে আক্রমণ করতে পারে। কোলেটোট্রিকাম জনিত রোগের ন্যায়। ব্যাকটেরিয়ার বেলায় পাতার নীচের দিকে হলুদ আভা অংশে পানির ভেজা দাগ থাকে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় ছত্রাকনাশক(কুপ্রাভিট ৪০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন অথবা খৈলের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। আশপাশের জায়গা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। রোগ সহনশীল জাত যেমন: বারি পান-১ ও বারি পান-৩ চাষ করুন। শস্য পর্যায় অনুসরন করুন।প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে বর্ষা শুরুর আগে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম / লিটার বা ০.৫% বোর্দো মিশ্রণ ২০ দিন অন্তর ২ – ৩ বার স্প্রে করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা ও লতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : পানের পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক/ব্যাকটেরিয়া জীবাণু

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ হলে গাছের উপরের দিকের অংশে ছোট ছোট পানি ভেজা বাদামী পড়ে। আস্তে আস্তে দাগগুলো বড় হয় এবং একাধিক দাগ একত্রিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। দাগের চারদিকে হলুদ বলয় থাকে। পানের বাজার দর কমে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় ছত্রাকনাশক (কুপ্রাভিট ৪০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন অথবা খৈলের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন।আশপাশের জায়গা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। রোগ সহনশীল জাত যেমন: বারি পান-১ ও বারি পান-৩ চাষ করুন। শস্য পর্যায় অনুসরন করুন।প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে বর্ষা শুরুর আগে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম/লিটার বা ০.৫% বোর্দো মিশ্রণ ২০ দিন অন্তর ২–৩ বার স্প্রে করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা ও লতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

পান এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : ঠিকমত যত্ন ও পরিচর্যা করলে চারা লাগানোর ৫-৬ মাস পর হতে পান তোলা শুরু করা যায়। সাধারনত পানের লতা লাগানোর ৬-৮ মাসের মধ্যে পাতা সংগ্রহ করার উপযুক্ত হয়। রবি মৌসুমের চেয়ে খরিফ মৌসুমে দ্রুত পান সংগ্রহ করা যায়। নিচের দিকের পাতা আগে তুলতে হয়। কচি পাতার চেয়ে বয়স্ক অথচ সবুজ-এমন পাতার চাহিদাই বেশি। পাতা হলুদ হওয়ার পূর্বেই তুলতে হবে, অন্যথায় দাম কমে যাবে। বোঁটাসহ পান লতা থেকে হাত দিয়ে ছিড়েঁ সংগ্রহ করতে হবে। স্থান বিশেষে পান তোলার জন্য বরজ উপযুক্ত হতে সময় লাগে ১-৩ বছর। প্রতিটি গাছ হতে মাসে ৩/4 বার এমনকি ৫ বারও পান তোলা যায়। খরিফ ও বর্ষাকালে সপ্তাহে ২ বার পর্যন্ত পান তোলা যায় কিন্তু রবি ও খরার সময় মাত্র একবার তোলা যায়।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

ছোট, কাঁচা, ছেঁড়া, কাটা, পোকা ও রোগে আক্রান্ত এবং আকার প্রকারের ভিত্তিতে বাছাই করে পান বাদ দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

গুণে বিড়া হিসেবে বাঁশের টুকরিতে রেখে পানি ঝরিয়ে নিন। ও নির্দিষ্ট পরিমাণে (পণ/বিড়া)প্যাকিং করুন। ভেজা কাপর বা কলা পাতা দিয়ে মোড়ক সাজান। মাঝে মাঝে পানি ছিটিয়ে দিন।একটি মোড়কে ১০ হাজারের বেশি পান ভরবেন না। খাসিয়া পানঃএক 'কুড়ি'র একটি বান্ডেল এ ২৮৮০টি পান পাতা রাখুন।

সংরক্ষণ : পাতা বেশিক্ষণ সতেজ রাখার জন্য প্যাকিং করার সময় হালকা ভাবে মাঝে মাঝে পানি ছিটিয়ে দিন। এ ভাবে ২-৩ দিন সংরক্ষণ করতে পারেন। পান পচনশীল হওয়ায় পান তুলার পরপরই তা বিক্রি করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

পান এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন :

প্রকৃত বীজ উৎপাদনের কাজ লাগে না। কমপক্ষে ০২ বছর বয়সের পুরাতন, সুস্থ, সবল ও নীরোগ লতা নির্বাচন করতে হবে। লতার বয়স ৩-৫ বছর হওয়া উত্তম। কাটিং এর জন্য নির্বাচিত লতা হতে ৭-৮ মাস পান সংগ্রহ বন্ধ রাখতে হবে। লতা থেকে কাটিং সংগ্রহ করে ৩.১৫ থেকে ৪ ইঞ্চি গভীর উর্বর মাটিতে বর্ষাকালে ২০-২৪ ইঞ্চি এবং শরৎকালে ৭-৮ ইঞ্চি দূরে দূরে লাগাতে হবে। প্রতিটি কাটিং লম্বায় ১.০ থেকে ১.৫ হলে ভাল হয়। প্রতিটি কাটিং এ ৩-৫ টি গিট এবং ৪-৫ টি পাতা থাকা আবশ্যক। সাধারণত ২টি গিট (এক তৃতীয়াংশ) মাটির নিচে এবং এক বা একাধিক গিট মাটির উপরে রাখতে হবে। এলাকা ভেদে লতার দৈর্ঘ্যের তারতম্য হতে পারে। কোথাও এ দৈর্ঘ্য ৪ ইঞ্চি আবার কোথাও ২.৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে।পানের লতার উপরের ও মাঝের অংশ গোড়ার তুলনায় ভাল। কারণ এ অংশ থেকে তাড়াতাড়ি নতুন কুশি ও শিকড় ছাড়তে পারে। লতা হতে কাটিং সংগ্রহ করে প্রায় ৮০ টির মতো কাটিং একত্রে বেঁধে একটি বান্ডিল তৈরি করা হয়। এ বান্ডিলে কাদা মেখে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। এভাবে দৈনিক ২-৩ বার নতুন করে কাদা লাগাতে হবে বা শুকিয়ে যাওয়া কাদা পানি দিয়ে নরম করে দিতে হবে, ২-৩ দিনের মধ্যে পর্বসন্ধি হতে নতুন শিকড় বের হলে কাটিং লাগাতে হবে। তবে কাটিং ৪ দিনের বেশি রাখা ভাল নয়।

তথ্যের উৎস :

পান উৎপাদন কলাকৌশল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) এবং মাঠকর্ম, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯।

পান এর কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

পানের লতা উৎপাদন কারী চাষি, বি এ আর আই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সারডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

পান এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : কোদাল

ফসল : পান

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম।

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম।

যন্ত্রের উপকারিতা :

গাছের গোড়ায় মাটি তোলা/ আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যা ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যেগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

পান এর বাজারজাত করণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভার / বাইঙ্কা / ভ্যান / নৌকা /ট্রাক/ রেল পথে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ট্রাক/রেল পথে/ কাভার্ড ভ্যান /শীতাতপ কাভার্ড ভ্যান/ কার্গো।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

৪টি পান=১ গন্ডা,২০গন্ডা/৮০টি= ১ বিড়া হিসেবে বাজারে বিপণ্ন হয়। হোগলা পাতার পাটিতে,বাঁশের বিশেষ ঝুড়িতে ভেজা কাপড় বা কলাপাতা দিয়ে মোড়কে বিপণন হয়। একটি মোড়কে ১০ হাজারের মতো পান রাখুন।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

হোগলা পাতার পাটিতে,বাঁশের বিশেষ ঝুড়ি ও কলাপাতা দিয়ে মোড়কে বিপণ্ন হয়। মসলা সহযোগে খিলিপান ও প্যাকেটজাত করে রপ্তানি করুন।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।